17 FEB 20 3

দৈনিক ইনকিলাব

মেয়েদের বৃত্তিমূলক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

মেহেদী হাসান পলাশ

ইডেন কলেজ এবং নীলক্ষেতের মাঝখানে ১০ একর জমির উপর অবস্থিত বাংলাদেশের প্রথম গার্হস্থ্য অর্থনীতি মহাবিদ্যালয়। হোম ইকনমিক্স কলেজ নামেই যা বহুল পরিচিত। এই কলেজের অনার্সের ছাত্রী সুমী ও তন্নি, ক্যাম্পাসেই কথা হল ওদের সাথে। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা রেখে তারা কেন গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে ভর্তি হয়েছেন– এমন প্রশ্ন করতেই উত্তর দিল, আসলে এখানকার বিষয়গুলো পুরোপুরি জব আরিয়েন্টেড। এখান থেকে পাস করা ছাত্রীদের চাকরির নিশ্চিয়তা রয়েছে। তাছাড়া এখানে হাতে-কলমে এমনভাবে শিক্ষা দেয়া হয় যে, কোন মেয়ে চাকরি না পেলেও সে নিজেও আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া একজন সুগৃহিণী ও ভাল মাতা হওয়ার জন্য যে প্রশিক্ষণ তাও এখান থেকে পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড় ব্যাপার এখানে সকল বিষয়ে পড়ানো হয়। অর্থাৎ জেনারেল লাইনের বিষয়গুলোও এখানে পড়ানো হয়। ১৯৬১ সালে আমেরিকার ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সহায়তায় মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক দেবার জন্য গার্হস্থ্য অর্থনীতি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ এই মহাবিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিকসহ গার্হস্থ্য অর্থনীতির মূল পাঁচটি শাখায় অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী প্রদান হয়। বিষয়গুলো হল ঃ খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান, গৃহব্যবস্থাপনা ও বাসস্থান, শিশুবর্ধন ও পারিবারিক সম্পর্ক, ব্যবহারিক শিল্পকলা, বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়ন শিল্প। মানব সম্পদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এই শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও মানবিকের বিভিন্ন বিষয়ে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক পর্যায়ে শিক্ষাদান করা হয়। এখান থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ছাড়াও হাসপাতালে, স্কুল এবং বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিশুকল্যাণ কর্মী পুষ্টিবিদ ও পথ্যবিদ হিসেবে বিভিন্ন পদে কাজের সুযোগ পায়। এছাড়াও সমাজ উন্নয়ন, কর্মপরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য বিভাগে কর্মসূচী এবং পরিবার-পরিকল্পনা বিভাগে আন্তর্জাতিক উদারাময় গবেষণা কেন্দ্র, গ্রামীণ ব্যাংক, বাংলাদেশ গৃহায়ন প্রকল্প, বস্ত্রশিল্প কারখানা, ডিজাইন এবং ডিসপ্লে সেন্টার, জাদুঘর, কুটির শিল্প সংস্থা, ডেকেয়ার সেন্টার নার্সারী স্কুল, শিশু একাডেমী প্রভৃতি স্থানে বিশেষ বিশেষ চাকরির জন্য বিশেষ যোগ্যতার দাবী রাখে এ কলেজের ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্রীরা।

এই কলেজের ছাত্রী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মডেল ও ফ্যাশন ডিজাইনার বিবি রাসেল। বিবি রাসেল বর্তমানে ইউনেস্কোর বিশেষ দূত হিসেবে মনোনীত হয়ে বাংলাদেশের জন্য দুর্লভ সম্মান বয়ে এনেছেন। কলেজের মোট ছাত্রী সংখ্যা ৫ হাজার এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা অর্ধশতাধিক। এই বিপুলসংখ্যক ছাত্রীর শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রেণী কক্ষের অভাব। তাছাড়া শিক্ষকের স্বল্পতাও রয়েছে। কলেজ লাইব্রেরীতে ৮ হাজার বই আছে। তবে ব্যবহারিক ক্লাস নেয়ার মত প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ ও যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে। হোম ইকনমিক্স কলেজের হয়ে হোস্টেলে সাকুল্যে ৫শ' ছাত্রীর আবাসিক সুবিধা রয়েছে। এটি এই কলেজের অন্যতম প্রধান সমস্যা। বিশেষ করে বিপুলসংখ্যক রাজধানীর বাইরের ছাত্রী এই কলেজে পড়ে। তাদের থাকার তীব্র সমস্যা। এ কারণে অচিরেই কয়েকটি নতুন হোস্টেল নির্মাণ জরুরী। ২টি লেখার মাঠ, ১টি পুকুর এবং নানা ফুল ও ফলের গাছে সাজানো গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের ক্যাম্পাসটি চমৎকার। বেশ কয়েকজন ছাত্রীর সাথে কলেজ সম্পর্কে কথা বলতে গেলে তারা জানায়, আমাদের অনেক সমস্যা কিন্তু বিরাট অঙ্কের প্রাকটিক্যাল নম্বর স্যারদের হাতে থাকায় মুখ খোলা যাবে না। তবে হোস্টেল এবং ক্লাস সংখ্যা বাড়ানো খুবই জরুরী।